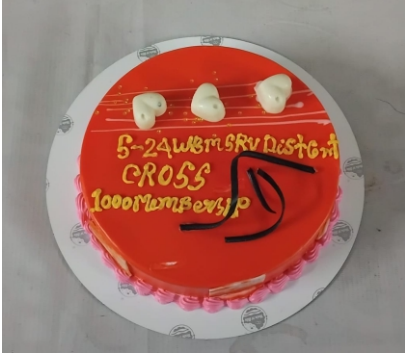
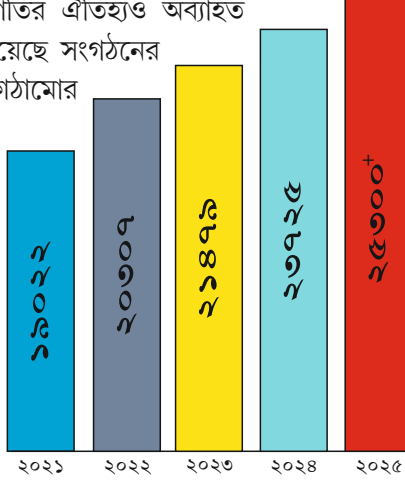


নতুন বছর-নতুন উচ্চতা

ওয়েস্ট বেঙ্গল মেডিক্যাল এ্যান্ড সেলস্ রিপ্রেজেন্টেটিভস্ ইউনিয়ন রাজ্য কমিটি নতুন বছর ২০২৬ এর জন্য সকল সদস্য ও তাদের পরিবারবর্গকে জানায় রক্তিম এবং উষ্ণ অভিনন্দন।



আমরা ফেলে আসা বছরকে মনে রাখতে চাই স্বপ্ন পূরণের বছর হিসাবে। ওয়েস্ট বেঙ্গল মেডিক্যাল এ্যান্ড সেলস্ রিপ্রেজেন্টেটিভস্ ইউনিয়ন এর দীর্ঘ দিনের স্বপ্ন এবং ঘোষিত কর্মসূচী ও সাংগঠনিক পরিকল্পনা ছিলো ২০২৫ সালে ২৫০০০ সদস্য পদ সংগ্রহ, যা আজ স্বপ্ন নয় বাস্তব। পাশাপাশি সংগঠনের সদস্যপদের অগ্রগতির ঐতিহ্যও অব্যাহত রয়েছে। আর এই ঐতিহ্য অক্ষুণ্ন রাখা সম্ভব হয়েছে সংগঠনের সদস্যপদ সংগ্রহের ক্ষেত্রে সংগঠনের ত্রিস্তরীয় কাঠামোর সব স্তরে সদস্যপদ সংগ্রহের কর্মসূচী রূপায়নে গুরুত্ব প্রদানের জন্য। এর ফলেই সদস্য পদ সংগ্রহের বিষয় শুধু মাত্র কয়েকটি সংখ্যা নয়। আজ সদস্যপদ সংগ্রহ আমাদের রাজ্যের ক্ষেত্রে এক ধারাবাহিক আন্দোলনের রূপ ধারণ করেছে। সদস্যপদের ধারাবাহিক বৃদ্ধির ফলে আঞ্চলিক কমিটি গুলির বিভাজনের মাধ্যমে নতুন নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অপর দিকে একই সাথে নতুন সদস্যদের সমন্বয়ে গঠিত হচ্ছে আরো শক্তিশালী কোম্পানি ভিত্তিক কাউন্সিল। যেখানে প্রতিনিয়ত



এরপর ৩য় পাতায়

এস.পি.ই. আইন-এর ৫০ বছর

২০২৬ সালে Sales Promotion Employees (Conditions of Service) Act 1976 [এসপিই আইন]-এর ৫০ বছর পূর্ণ হবে। এর সূচনা হয় ১৯৬১ সালে May & Baker মামলায় সুপ্রিম কোর্টের একটি রায়ের মাধ্যমে। ওই রায়ে বলা হয় যে মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভদের প্রধান কাজ হলো 'বিজ্ঞাপন' বা 'বিক্রয় প্রচার' (Sales Promotion)- যা শিল্প বিরোধ আইন, ১৯৪৭ (I.D. Act)-এ সংজ্ঞায়িত 'ম্যানুয়াল', 'ক্লারিক্যাল', 'টেকনিক্যাল' বা 'সুপারভাইজরি' (মজুরি সীমাসহ) কাজের মধ্যে পড়ে না। এই প্রেক্ষাপটেই ১৯৬৩ সালে

এফএমআরএআই (FMRAI) গঠিত হয়, মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভদের দেশব্যাপী আন্দোলনের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য। পরবর্তীকালে অন্যান্য শিল্পের সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভরাও এই আন্দোলনে যুক্ত হন শিল্প বিরোধ আইনের অধীনে 'শ্রমিক' (workman) সংজ্ঞার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার দাবিতে। এই দাবিতে সাড়া দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার, এসপিই-দের শিল্প বিরোধ আইনে তাঁদের অন্তর্ভুক্ত করে। সর্বভারতীয় স্তরে, এফএমআরএআই-এর সংসদীয় পিটিশনের ভিত্তিতে একটি সংসদীয় কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটি সারা দেশ ঘুরে সাক্ষাৎগ্রহণ করে এবং একটি বিস্তৃত প্রতিবেদন ও সুপারিশ পেশ করে যার মধ্যে ছিল (i) এসপিই-দের শিল্প বিরোধ আইনের আওতায় আনা- (ii) তাদের অন্যান্য সকল সাধারণ শ্রম আইনের অধীনে অন্তর্ভুক্ত করা এবং (iii) তাঁদের 'কর্মপরিস্থিতি' নিয়ন্ত্রণের জন্য নির্দিষ্ট বিধান প্রণয়ন। এর ফলস্বরূপ ১৯৭৬ সালে Sales Promotion Employees (Conditions of Service) Act প্রণীত হয়, যা এই তিনটি সুপারিশই পূরণ করে।

পরবর্তীকালে নিয়োগকর্তারা প্রতারণামূলক ও বেআইনিভাবে এসপিই-দের 'ম্যানেজারিয়াল ক্যাটাগরি'-তে ফেলে এসপিই আইনের বিধান এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন। তবে সুপ্রিম কোর্টের একটি সাংবিধানিক বেঞ্চের রায়ে স্পষ্ট করা হয়েছে যে ড্রাগ আইন অনুযায়ী 'মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভ' একটি স্বীকৃত পেশা এবং তাঁদের যাই অলংকারমূলক নাম দেওয়া হোক না কেন, তাঁরা সকলেই মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভ পেশার অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং 'মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভ' একটি আইনসম্মত পেশা।

২১ শে ডিসেম্বর ২০২৫-এ মোদি সরকার আশ্বানি, আদানি, টাটা ও অন্যান্য কর্পোরেটদের স্বার্থে চারটি শ্রম কোড কার্যকর করার সঙ্গে সঙ্গে এসপিই আইন বাতিল করা হয়েছে। আইনটির কিছু বিধান চারটি শ্রম কোডের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ফলে আজ আর কোনো 'ক্যাটাগরি' আইন বিদ্যমান নেই। বর্তমান আইনি কাঠামোর মধ্যে এফএমআরএআই-এর মতো 'ক্যাটাগরি ইউনিয়ন' এবং এসপিই-দের ক্যাটাগরি ভিত্তিক দাবিদাওয়া কীভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে-তা এক বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে, এস.পি. আইনের ৫০ বছর পূর্তিকে উৎযাপন করার জন্য নানা কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে।

১২ই ফেব্রুয়ারী শিল্প ধর্মঘট

গত ২১শে নভেম্বর ২০২৫ নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার অতীতের সকল শ্রমিক বিরোধী কার্যকলাপ এর সাথেই দেশের প্রচলিত ২৯টি শ্রম আইন কে বাতিল করে প্রস্তাবিত ৪টি শ্রম কোড কোন প্রকার বিধি ছাড়াই লাগু করেছেন। এই শ্রম কোড, আমাদের বহু আন্দোলনের ফসল সেলস্ প্রমোশন্স এম্পলয়িজ (কনডিশনস অফ সার্ভিস) আইন ১৯৭৬ এর অবলুপ্তি ঘটিয়েছে। এই ঘটনার মোকবিলায় কেন্দ্রীয় শ্রমিক সংগঠন গুলির যৌথ মঞ্চ এবং শিল্প ও ক্ষেত্রভিত্তিক ফেডারেশন ও

অ্যাসোসিয়েশনগুলির সভা ২২ডিসেম্বর ২০২৫, অনুষ্ঠিত হয়েছে, যেখানে এই সময়কালের মধ্যে সংসদের ভেতরে এবং বাইরে মোদী সরকারের আনা ভয়ঙ্কর আক্রমণের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

এই সময় কালে মোদী সরকার বীজ বিল ২০২৫, বিদ্যুৎ (সংশোধনী) বিল ২০২৫, জি রামজী আইন ২০২৫ সহ একাধিক জনবিরোধী বিল পাস করিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে যা দেশের কৃষি,

এরপর ৩য় পাতায়

Government of West Bengal
Labour Commissioner, Statistics Section,
8th Church Lane, 3rd Floor, Kolkata-700 001

No. 35 / Stat-4RW/24262/CL/SJC dated 19 / 11 / 2025

CIRCULAR

The minimum rates of wages payable to the employees employed in the employment of **Drugs and Pharmaceuticals Industry** was fixed vide Labour Commissioner's Notification No. Lab-8475/14/2025 (L.C.L.W/MW), dated 30.08.2025 and was published in The Sikkim Gazette, Extraordinary dated August 06, 2025.

Now, with reference to the said notification dated 06.08.2025, the following shall be the **updated** minimum rates of wages in the said employment: (or the period from its date of Publication in Official Gazette i.e. from 6th day of August 2025 to 31st December 2025)

Categories of Employees	Minimum Rates of Wages (Rs)			
	Zone A		Zone B	
	Monthly	Daily	Monthly	Daily
Unskilled	1384	48	1382	47
Semi-Skilled	1243	42	1248	40
Skilled	1367	45	1358	43
Highly Skilled	1506	50	1512	51

(1) The classification of employees in the above employment is as follows:

(i) **Unskilled Workers:** Helper, Potter, Cleaner, Filler, Laboratory / Office Boy, Bearer, Porter, Durwan, Sweeper, Goods Carrier, Labourer, Vial / Ampoule / Bottle Washer, Machine Attendant, Dispatch Packer, Manufacturing Helper, Trolley man, Bottle Carrier.

(ii) **Semi-skilled workers:** Store Keeper, Distribution Staff, Staff Engaged in Bottling, Capping/Tabling Machine/Cap Sealing/Filling and Sealing/Labeling and Boxing etc., Checking (Ampoule/Bottle Vial, Tablets, Strips etc.), Marking and Slip man, Boiler man, Carpenter, Distilled Water Plant Attendant, Junior Electrician.

(iii) **Skilled Workers:** Sales Promotion Employees - Medical Representatives, Machine Operator, Store Manager, Factory Assistant, Office Assistant, Clerk, Typist, Accountant, Billing Assistant, Cashier.

(iv) **Highly Skilled Workers:** Pharmacist, Chemist, Supervisory Staff, Administrative Staff, Auditing and Checking Personnel, Senior Machine Operator.

(2) Implementing Areas:

Zone-A: Areas under Kolkata Metropolitan Development Authority, Municipal Corporation, Municipalities, Notified Areas, various development Authorities, Thermal Power Plant Areas including Townships.

Zone-B: Rest of West Bengal.

- (1) To arrive at daily rate, monthly rate will have to be divided by 26 and to be rounded off to the nearest rupee and to arrive at weekly rate, daily rate will have to be multiplied by 6.
- (2) A normal working day shall consist of eight hours of actual work and not less than half an hour of recess, subject to 48 hours of actual work in a week.
- (3) One day in any period of seven days may not be the local convenience shall be the day of weekly rest.
- (4) The minimum rates of wages include the wages for weekly day of rest. Payment for the work done on the day of weekly rest or for work done beyond the normal working hours shall be double the ordinary rates of wages.
- (5) Where the existing rates of wages of any employee based on contract or agreement or otherwise are higher than the rates notified herein, the higher rates shall be protected and treated as minimum rates of wages applicable for the purpose of this notification to such employees.
- (6) The minimum rates of wages are applicable to employees employed by contractors also.
- (7) The minimum rates of wages for disabled persons shall be same as payable to the workers of appropriate category.
- (8) The male and female employees shall get the same rates of wages for the same work or of similar nature.
- (9) The minimum rates of wages and Variable Dearness Allowance, if any, both constitute the minimum rates of wages and shall be enforceable under the Minimum Wages Act, 1948 (1) of 1948.
- This is issued with due approval of the Labour Commissioner, West Bengal.

Additional Labour Commissioner,
West Bengal

এরপর ৩য় পাতায়

**WBMSRU এর
১৮তম কাউন্সিল কনফারেন্স
সফল করুন।**

সম্পাদকীয়

কর্পোরেট-কম্যুনালাতাত—শ্রমিক শ্রেণীর সামনে চ্যালেঞ্জ

পুঁজিবাদ তার জন্মলগ্ন থেকে মুনাফা বৃদ্ধির জন্য শ্রমিক-শোষনকে মূল উপাদান হিসেবে গণ্য করে এসেছে। এই শোষণ কে প্রতিহত করার জন্য শ্রমিকশ্রেণীর প্রধানতম হাতিয়ার তার সার্বিক ঐক্য। শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম শুধুমাত্র যে শোষণের বিরুদ্ধে কার্যকরী প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পেরেছে তাই নয়, সমাজের অন্যান্য অংশের শ্রমজীবী মানুষকে আকর্ষণ করে বৃহত্তর সামাজিক ঐক্য গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে পুঁজিবাদি সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার প্রচেষ্টা চালিয়েছে। সেই কারণেই ১৮৪৮ সালে কার্ল মার্কস ও এঙ্গেলস্‌ দুনিয়াব্যাপী শ্রমিক ঐক্য গড়ে তোলার ঐতিহাসিক আহ্বান জানিয়েছিলেন।

স্বাভাবিকভাবেই পুঁজিবাদ সবসময়েই এই ঐক্য যাতে গড়ে উঠতে না পারে সেই চেষ্টা চালিয়ে এসেছে। আর এই প্রচেষ্টার অন্যতম প্রধান হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছে ধর্মকে। আমাদের দেশে শ্রমিক ঐক্য ভাঙ্গার জন্য ধর্মকে ব্যবহারের পুঁজিবাদী প্রচেষ্টার একটি দীর্ঘ ও সুপরিচালিত ইতিহাস আছে, যা ঔপনিবেশিক আমল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত বিস্তৃত। ব্রিটিশ শাসনকালে পুঁজিপতি ও ব্রিটিশ সরকার যৌথভাবে শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম নস্যং করতে ধর্মীয় বিভাজনকে ব্যবহার করত। ১৯২০ ও ১৯৩০ এর দশকে যখন বোম্বে বা কলকাতার বস্ত্র ও পাটকলগুলিতে হিন্দু-মুসলিম শ্রমিকেরা যৌথভাবে ধর্মঘট করেছে তখন প্রায়শই রহস্যজনকভাবে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হত যা আন্দোলনের গতিপথ ঘুড়িয়ে দিত। ১৯২০ সালে ভারতে প্রথম কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন ‘অল ইন্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস’ গঠিত হয়। সরকারী হিসেবে দেখা যাচ্ছে ঠিক তার পরপরই ১৯২২ সাল থেকে ১৯২৭ সালের মধ্যে সারাদেশে ১২২টি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয় যাতে প্রায় ৪৫০ জনের মৃত্যু হয় এবং ৫০০০ এর বেশী মানুষ আহত হন। স্বাভাবিকভাবেই প্রকৃত আহত ও মৃতের সংখ্যা অনেক বেশী। এইসব দাঙ্গার কোনও সমাপন ছিল না, ছিল শ্রমিক শ্রেণীকে ধর্মীয় পরিচয়ে বিভাজিত করে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনকে দুর্বল করার জন্য ব্রিটিশ সরকার ও তৎকালীন পুঁজিপতিদের সুপরিচালিত চক্রান্ত। ১৯১৫ সালে ভারতীয় হিন্দু মহাসভা এবং ১৯২৫ সালে আর এস এস প্রতিষ্ঠার পর, হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলি পরিকল্পিতভাবে শ্রমিক পরিসরে প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করে। এই ধারার মূল লক্ষ্য ছিল বামপন্থী পরিচালিত শ্রেণী সংগ্রামের ধারনাকে প্রতিহত করা। বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে বামপন্থী বা সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ইউনিয়নগুলির ক্রমবর্ধমান প্রভাব রুখতে ধর্মীয় বা জাতীয়তাবাদী মোড়কে পাল্টা ইউনিয়ন তৈরী করা হয়। ১৯৪০ এর দশকে তীব্র হয়ে ওঠে ব্রিটিশ রাজের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার আন্দোলন। পিছিয়ে ছিল না শ্রমিক আন্দোলন। সরকারী নথি অনুযায়ী ১৯৪৫ সালে সারা দেশে বিভিন্ন ধর্মঘটে প্রায় ৭.৫ লক্ষ শ্রমিক অংগ্রহণ করেন। ১৯৪৬ সালে সেই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ১৯.৬ লক্ষে। এই আবহেই ৪০ এর দশকের শেষের দিকে গড়ে ওঠে হিন্দু মজদুর সভা এবং অন্যান্য দক্ষিণপন্থী গোষ্ঠী যারা শ্রমিকদের মধ্যে একটি ভিন্ন জাতীয়তাবাদী মতাদর্শ তুলে ধরে। পাকিস্তান আন্দোলনের সময়ে হিন্দু পুনরুত্থানবাদী আন্দোলনের ফলে শ্রমিকদের মধ্যে শ্রেণী সচেতনতার চেয়ে ধর্মীয় উন্মাদনা প্রাধান্য পেতে থাকে, যা ব্রিটিশ ও ভারতীয় পুঁজিপতিদের জন্য লাভজনক ছিল। স্বাভাবিকভাবেই এই সমস্ত ইউনিয়নগুলি সরকারী প্রশ্রয় ও পুঁজিপতিদের মদত পেত।

স্বাধীনোত্তর ভারতেও ধর্মকে ব্যবহার করে শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার প্রবণতা বজায় ছিল। ১৯৫৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘ। ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘের মূল মন্ত্র হল ‘শ্রমিকের জাতীয়তাকরণ’ যার মাধ্যমে তারা ভারতের শ্রমিক আন্দোলনে দেশপ্রেমের ভাবধারা প্রবর্তন করেছে। শ্রেণী সচেতনতার পরিবর্তে জাতীয়তাবাদী ও হিন্দুত্ববাদী মতাদর্শের ভিত্তিতে শ্রমিক আন্দোলন পরিচালনার দৃষ্টিভঙ্গি শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনকে প্রভাবিত করেছে, যার সুযোগ নিয়েছে মালিকপক্ষ। বিজেপি পরিচালিত সরকার কেন্দ্রে ক্ষমতায় আসার পর স্বভাবতই কেন্দ্রীয় সরকারের মদতে এই জাতীয়তাবাদী ও হিন্দুত্ববাদী শ্রমিক সংগঠনগুলির বাড়বাড়ন্ত হয়েছে। তারা প্রশ্রয় পাচ্ছে বিভিন্ন কর্পোরেটদের কাছ থেকে। তাদের প্ররোচনায় শ্রমিকদের একটা বড় অংশ ধর্মীয় ও জাতীয়তাবাদী উন্মাদনায় গা ভাসিয়েছে যা তাদেরকে রুটি রুজির জন্য ঐক্যবদ্ধ লড়াইয়ের থেকে বিচ্ছিন্ন করে তুলছে।

শ্রমিকশ্রেণীর এই বিচ্ছিন্নতার সুযোগে আমাদের দেশে দুর্বল হয়েছে ঐক্যবদ্ধ শ্রমিক আন্দোলন। বিগত বছরগুলোতে আমরা দেখেছি যে কেন্দ্রীয় সরকারের একের পর এক শ্রমিক বিরোধী ও কর্পোরেট তোষণকারী নীতির বিরুদ্ধে দেশব্যাপী শ্রমিক আন্দোলনের থেকে এইসব শ্রমিক সংগঠনগুলি নিজেদের দূরত্ব বজায় রেখেছে। বর্তমান সরকারের চরম শ্রমিক বিরোধী অবস্থান, যার সর্বশেষ নিদর্শন ২৯টি শ্রম আইনকে বাতিল করে আদ্যন্ত কর্পোরেট বান্ধব ৪টি শ্রমকোড প্রবর্তন ও মনুবাদের আদর্শে খসড়া জাতীয় শ্রমনীতি প্রকাশ, তার সর্বোচ্চ বিরোধীতার জন্য প্রয়োজন শ্রমিক শ্রেণীর সার্বিক ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন। আর এই ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তুলতে হলে সবার আগে পরাস্ত করতে হবে এই কর্পোরেট-কম্যুনালাতাতকে, যা সাম্প্রদায়িকতার মোড়কে শ্রমিক শ্রেণীকে বিভাজিত করেছে এবং দেশজোড়া ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে। আজকের পরিপ্রেক্ষিতে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন আর কর্পোরেট-কম্যুনালাতাতের বিরুদ্ধে আন্দোলনকে একসঙ্গে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

এফএমআরএআই-এর রায়পুর ওয়ার্কিং কমিটির সভা:

শ্রমকোড অস্বীকার করো- উষ্য প্রতিরোধ করো

ছত্রিশগড়ের রায়পুর শহরে গত ১৪ই ও ১৫ই ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হল এফএমআরএআই-এর ওয়ার্কিং কমিটির সভা। প্রতিবাদী আন্দোলন গড়ে তোলার প্রয়োজনে এবং চারটি শ্রমকোডের বিরোধিতা নতুন বছরের চ্যালেঞ্জ হিসাবে গ্রহণ করার অঙ্গীকার নিয়ে এই ওয়ার্কিং কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভা মঞ্চ থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন জনবিরোধী-শ্রমিকবিরোধী নীতিসহ কর্তৃপক্ষের আগ্রাসী মনোভাবের বিরুদ্ধে কি ভাবে একজোট হয়ে লড়াই আন্দোলনকে অনুপ্রাণিত ও শানিত করা যায় সেই বিষয়ে নেতৃত্ব আলোচনা করেন। আজকের দিনে সমগ্র বিশ্ব রাজনীতির মূল বৈশিষ্ট্য হল মূলধনের বিভাজন, যেখানে বিশ্বব্যাপী কর্পোরেট দানবরা আর্থিক খাতে ২৫ থেকে ৩০ শতাংশ মুনাফা করছে-সেখানে শ্রমিকদের নিয়োগ হচ্ছে মাত্র ৪ শতাংশ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে পুঁজিবাদী অর্থনীতি মাথা চাড়া দিয়ে বিশ্বের গভীর সংকটের মধ্যেই পুঁজিবাদের জন্য সামরিক হুমকি,অন্তর্ঘাত,অর্থনৈতিক অবরোধ, সার্বভৌম রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করে ক্ষমতা কুক্ষিগত করার চেষ্টা করছে।

ভারতীয় রাজনীতিতে কেন্দ্রীয় সরকার তিনটি দিশায় শ্রমিকশ্রেণী ও সাধারণ মানুষকে আক্রান্ত করছে—১) শ্রমিকের সমস্ত ঐক্য ও প্রতিরোধকে ভেঙ্গে ফেলার জন্য রাষ্ট্র ও পুঁজির সংগঠিত আক্রমণ, ২) বিভাজনের রাজনীতিকে প্রকৃত সামাজিক-অর্থনৈতিক এজেন্ডা করা, ৩) শ্রমিকশ্রেণীকে বিকল্পের অভাব বোঝানো ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতির কাছে আত্মসমর্পণ করা- যার দ্বারা সাধারণ মানুষের মধ্যে হতাশার বাতাবরণ তৈরি করা যায়।

বিভিন্ন রাজ্য থেকে আগত ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যরা কাউন্সিল আন্দোলন, ত্রি-স্তরীয় সংগঠনের বিস্তার ও তার সুফল, সাব ইউনিট কাউন্সিল সাব কমিটির গুরুত্ব ও দুর্বলতা,সদস্যপদ নিয়ে আলোচনা করেন। সভার মঞ্চ থেকে উঠে আসে যে, সর্বভারতীয় কাউন্সিলের নেটওয়ার্কিং আরো শক্তিশালী করতে হবে। সেলস্‌ প্রমোশন কর্মীদের সামাজিক দায়িত্ব ও যুধ সংক্রান্ত দাবীগুলিকে সাধারণ মানুষের কাছে তুলে ধরা। পাশাপাশি সদস্যপদ বৃদ্ধি করা নিয়ে বিশদে আলোচনা হয়। মহিলাদের ইউনিট লেভেলে সংগঠিত করা ও অন্যান্য শিল্পের ফিল্ডকর্মীদের অগ্রাধিকার দিয়ে সদস্যপদ বৃদ্ধি করার বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়।

এফএমআরএআই-এর কোষাধ্যক্ষ কৌশিক রায়চৌধুরী শ্রমকোড সংক্রান্ত একটি নোট পেশ করেন। চারটি শ্রমকোডের বিরোধিতা করে যে সমস্ত চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হবে সে গুলি সম্পর্কে আগাম ধারণা ও চ্যালেঞ্জগুলি মোকাবিলা করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নিয়ে আলোচনা হয়। আবেদন খারিজ হলে প্রতিরোধ হবে। পাশাপাশি ২০১৭ সালের শিল্প ভিত্তিক ত্রিপাক্ষিক কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সেলস্‌ প্রমোশন কর্মীদের জন্য বিধিবদ্ধ কাজের নিয়মাবলী গঠনের জন্য সারা ভারতব্যাপী ফিল্ডকর্মীরা লড়াই এ সামিল হবে,যার মূল স্লোগান হবে— ‘শ্রমকোড অস্বীকার করো—স্কোভের সাথে প্রতিরোধ গড়ে তোলো’।

ওয়ার্কিং কমিটির সভায় সিদ্ধান্ত হয়, ফিল্ডকর্মীদের ‘Sales Promotion Employees (Conditions of Service) Act 1976’ —১৯৭৬ সালে গঠিত এবং বিজ্ঞাপিত হয়েছিল—তাই এই আইনের ৫০ বছর পূর্তি বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্যে দিয়ে ২০২৬ সালে পালন করা হবে।

সি.আই.টি.ইউ সহ কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলির যুক্ত মঞ্চের আহ্বানে শ্রমকোড লাগুর বিরুদ্ধে ১২ই ফেব্রুয়ারী দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘটে সক্রিয় যোগদানের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ওয়ার্কিং কমিটির সভায়।

আগামী ১৩ থেকে ১৫ই ফেব্রুয়ারি ২০২৬ এ ওড়িশার ভুবনেশ্বরে এফএমআরএআই এর জেনারেল কাউন্সিল সভা অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। এই জেনারেল কাউন্সিল সভা সফল করার উদ্দেশ্যে উপস্থিত সকল ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যরা অঙ্গীকারবদ্ধ হন।

সামগ্রিকভাবে সংগঠন পরিচালনায় ও কর্মসূচি রূপায়ণের সার্বিক সাফল্যের জন্য ক্রমাগত রিভিউ করার ওপর নজর দেওয়ার বিষয়গুলি এই সভায় আলোচিত হয়।

শোক বার্তা

যজ্ঞেশ্বর পাল : অ্যালেম্বিক কোম্পানীতে কর্মরত মুর্শিদাবাদ জেলার সদস্য যজ্ঞেশ্বর পাল বিগত ৩০ শে নভেম্বর হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে প্রয়াত হয়েছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৪৬ বছর। যজ্ঞেশ্বর পালের বাড়িতে তাঁর বাবা, মা, স্ত্রী এবং ৯ বছরের কন্যা সন্তান রয়েছেন। উনি সংগঠনের একজন একনিষ্ঠ কর্মী ছিলেন। ২০তম রাজ্য সম্মেলনের স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে তিনি অত্যন্ত সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। আমরা শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি জানাই সমবেদনা।



মৌমিতা পাল : মৌমিতা পাল কলকাতা জেলার বোরাল আঞ্চলিক কমিটির সদস্য ম্যাকলিডস কোম্পানীতে বিগত ১৫ বছর ধরে ফিল্ডকর্মী হিসাবে কর্মরত ছিলেন। উত্তর ভারতে পারিবারিক ভ্রমণের সময় আকস্মিক শারিরিক অসুস্থতায় মাত্র ৩৭ বছর বয়সে মৃত্যু বরণ করেন। আমরা তার অকাল প্রয়াণে গভীর শোকাহত এবং তার শোকাত্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছি।



১ম পাতার পর

ন্যূনতম মজুরীর ঘোষণা—আমাদের জয়

দাবীর আন্দোলনকে দীর্ঘ দিন অগ্রাহ্য করেছেন মালিকপক্ষের চাপের কাছে নতিস্বীকার করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমাদের দীর্ঘ লড়াই সূর্যের আলোর মুখ দেখতে পেল। রাজ্য সরকার বাধ্য হলো ন্যূনতম মজুরীর বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করতে। কিন্তু লক্ষণীয়, পুনরায় আমাদের বঞ্চিত করা হলো। বিপন্ন শিল্পের কর্মীদের দীর্ঘদিনের দাবীকে নস্যাত্ন করে অতি দক্ষ শ্রমিকের পরিবর্তে দক্ষ শ্রমিক হিসাবে মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভদের চিহ্নিত করে ন্যূনতম মজুরী ঘোষণা করা হয়েছে। এই ঘোষণাপত্রে নেই আমাদের বিধিবদ্ধ কাজের সময়সীমা। ফলে পশ্চিমবঙ্গে চিহ্নিত নয় কোন আট ঘন্টা সময়ের জন্য ঘোষিত হলো ন্যূনতম মজুরী। উপরন্তু ন্যূনতম মজুরীর পরিমাণকে দুটি অঞ্চল ভিত্তিক বিভাজিত করা হয়েছে, ‘জোন-এ’ এবং ‘জোন- বি’। বাসস্থানগত অবস্থান কোলকাতা হলে ‘জোন-এ’ এবং ঠিকানা অন্যান্য জেলা হলে সেটা হবে ‘জোন-বি’।

সেলস্ প্রমোশন এমপ্লয়ীজ (কন্ডিশনস্ অফ সার্ভিস) আইন, ১৯৭৬ এর ২০১১ সালের সংশোধন, যেখানে ঔষধশিল্প ছাড়াও আরও ১০টি শিল্পকে এই আইনের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই ন্যূনতম মজুরীর ঘোষণায়, সেই ১০ টি শিল্পের উল্লেখ নেই। ফলে আমাদের দীর্ঘ আন্দোলনের ফসল এই ন্যূনতম মজুরীর ঘোষণা আমাদের আরো তীব্র আন্দোলনের পথ নির্দেশ করছে। আমরা অভিনন্দন জানাই আমাদের ফেলে আসা সব সহকর্মীদের যারা তাদের কর্মজীবনের সময়কালে ন্যূনতম মজুরী আদায়ের আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন।

আগামী দিনে এই প্রজন্মের সকল সংগঠক ও কর্মীদের আগু কতব্য, ঘোষিত ন্যূনতম মজুরীর ক্ষেত্রে আমাদের চাহিদা মত অতি দক্ষ শ্রমিকের স্বীকৃতি আদায়, আট ঘন্টা কাজের সময় সীমা নির্ধারণ করা এবং ওষুধ ব্যতীত চিহ্নিত ১০ টি অন্যান্য শিল্পের জন্য ঘোষিত ন্যূনতম মজুরীর প্রসারনের জন্য তীব্র লড়াই।

আইনি লড়াই

এসক্যাগ : এই কোম্পানীর বিরুদ্ধে করোনার সময় বেতন কাটা ও প্রতিডেন্ট ফান্ডে অনিয়মিত বা কম অর্থ প্রদান করার বিষয়টি শ্রম আধিকারিকের দপ্তরে আলোচনার মাধ্যমে নিরসন করার প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হয়েছে। এই কোম্পানীতে দীর্ঘ বাইশ বছর ধরে কর্মরত সদস্যের গ্রাচুইটির বকেয়া জনিত সমস্যার নিরসন করার জন্য শ্রম আধিকারিকের দপ্তরে সদর্থক আলোচনা চলছে।

গ্লেনমার্ক : শিলাদিত্য চ্যাটার্জির অনৈতিক ছাঁটাইয়ের বিরুদ্ধে সাংগঠনিক কর্মসূচী পালিত হচ্ছে। উত্তর চব্বিশ পরগনার বসিরহাট আঞ্চলিক কমিটিও এই কর্মসূচী অত্যন্ত সফলতার সাথে রূপায়িত করে। কিন্তু এই কোম্পানী কর্তৃপক্ষ সংগঠনের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক বাসব রায় চৌধুরী, সভাপতি শুভ্রাংশু ভট্টাচার্য সহ একাধিক রাজ্য কমিটির নেতৃত্বের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ দায়ের করে। সম্প্রতি বসিরহাট দায়রা আদালত, কোম্পানীর অভিযোগকে মিথ্যা বলে ঘোষণা করে সমস্ত নেতৃত্বকে বিনা শর্তে মুক্ত করে রায় প্রদান করেছে।

১ম পাতার পর

১২ই ফেব্রুয়ারী শিল্প ধর্মঘট

বিদ্যুতের গার্হস্থ্য উপভোক্তা এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি ক্ষেত্রের সংস্থাগুলির ওপর ভয়ঙ্কর প্রভাব ফেলবে। ইতি মধ্যেই কেন্দ্রীয় সরকার ৪ টি শ্রম কোডের জন্য খসড়া বিধি প্রকাশ করেছেন। কেন্দ্রীয় শ্রমিক সংগঠনগুলির যৌথ মঞ্চ আগামী ১২ ফেব্রুয়ারী ২০২৬, ১ দিনের ধর্মঘটের মধ্য দিয়ে মোদী সরকার কে এক কঠিন বার্তা দিতে চাইছে।

আমাদের রাজ্যে ঐ সময় মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা চালু থাকবে। সব দিক বিবেচনা করে যৌথ মঞ্চ সিদ্ধান্ত নেয় যে আমাদের রাজ্যের ক্ষেত্রে ১২ ফেব্রুয়ারী ২০২৬ সাধারণ ধর্মঘটের পরিবর্তে এক দিনের শিল্প ধর্মঘট অনুষ্ঠিত হবে যেখানে পরিবহন শিল্পকে এই ধর্মঘটের আওতার বাইরে রাখা হয়েছে।

আমরা আমাদের সংগঠনের পক্ষ থেকে সকল সদস্য ও তাদের পরিবার বর্গ, আমাদের পেশার সাথে যুক্ত সকল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান সহ সমগ্র জনগণের কাছে আহ্বান করছি তাদের সমর্থন ও সক্রিয় সহযোগিতা, যার দ্বারা কালা শ্রম কোড বাতিল করে মেডিক্যাল এবং সেলস্ রিপ্রেসেন্টেটিভদের চাকরি বা এই পেশার ভবিষ্যৎ কে সুরক্ষিত করতে আমাদের আন্দোলনের পাশে থাকার।

ছাঁটাই এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম

রবি ফুড প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির ফিল্ডকর্মীরা ম্যানেজমেন্টের কাছে চেয়েছিলেন ন্যায্য অধিকার- প্রতিডেন্ট ফান্ড, ই এস আই, বোনাস, গ্র্যাচুইটি- যা ভারতবর্ষের শ্রমআইন অনুযায়ী ফিল্ডকর্মীরা ন্যায্য দাবি আদায়ের স্বার্থে লড়াইএ নামলে কর্তৃপক্ষ ৬ জন ফিল্ডকর্মীকে ছাঁটাই করে। রবি ফুডকোম্পানির কলকাতার অফিসের সামনে বিক্ষোভ ও ধর্না সংগঠিত করে ফিল্ডকর্মীদের সংগঠন, ডব্লিউএমএসআরইউ। আইনি লড়াই, ম্যানেজমেন্টের গড়িমসির ফলে রেফার হয় শ্রম ট্রাইব্যুনালে। ট্রাইব্যুনাল আদেশ দেয় এই ছাঁটাই এর বিরুদ্ধে ছ’জন ফিল্ডকর্মীর পূর্ববহালের জন্য, সাথে সমস্ত বকেয়া বেতন মেটাতে হবে। ট্রাইব্যুনালের অর্ডারের একটি অংশ কার্যকর করার জন্য সংগঠন যেতে বাধ্য হল এনফোর্সমেন্ট ডিপার্টমেন্টে। আইনি লড়াইয়ের দীর্ঘসূত্রিতার মধ্যেই ডব্লিউএমএসআরইউ এর উদ্যোগে গত ৯ই ডিসেম্বর একটি বিক্ষোভ ও ধর্না অনুষ্ঠিত হয় কোম্পানির ধুলাগড় ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কের অফিসের সামনে। এই ধর্না কর্মসূচীতে অন্যান্য শিল্পের ৩০ জনের বেশী ফিল্ডকর্মীসহ সংগঠনের শতাধিক সদস্য উপস্থিত ছিলেন। সমাবেশে রবি ফুড কোম্পানির ছাঁটাই ফিল্ডকর্মীরা উপস্থিত থেকে তাদের ওপর অবনয়ী অত্যাচারের কথা ব্যক্ত করেন।

ফ্ল্যাগ ডে

গত ৩১শে ডিসেম্বর ২০২৫ থেকে ৪ঠা জানুয়ারী ২০২৬ বিশাখাপত্তনমে সিআইটিইউ এর ১৮তম সর্বভারতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রস্তাবিত শ্রম কোড, শ্রমিক মারা অর্থনীতির বিরুদ্ধে শ্রমিক শ্রেণীকে ঐক্যবদ্ধ করার লক্ষে সিআইটিইউ সিদ্ধান্ত নেয় দেশব্যাপী প্রতিটি কারখানা, ইউনিয়ন দপ্তরে ১৫ই ডিসেম্বর ‘ফ্ল্যাগ ডে’ বা ‘পতাকা দিবস’ পালনের। এই কর্মসূচীকে গুরুত্ব দিয়ে আমাদের রাজ্য কেন্দ্র থেকে শুরু করে প্রতিটি রেপ্ট হাউস, যেখানে রেপ্ট হাউস নেই সেখানে ট্রেড ইউনিয়ন দপ্তরে আমাদের সদস্যরা সমবেত হয়ে রক্তপতাকা উত্তোলনের কর্মসূচী পালন করেন। এই রূপ অভিনব কর্মসূচীতে সদস্যদের মধ্যে উৎসাহ, উদ্দীপনা ছিল দর্শনীয়।

১ম পাতার পর

নতুন বছর-নতুন উচ্চতা

কাউন্সিলে সংঘবদ্ধ সদস্যরা কর্তৃপক্ষের দমন পীড়নের বিরুদ্ধে লড়াই সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে চাকরীর নিরাপত্তা রক্ষার জন্য। আগামী দিনগুলিতে আমাদের পথ নির্দেশ নতুন অংশের ফিল্ড কর্মীদের কাছে পৌঁছে তাদের সদস্যপদ প্রদানের দ্বারা আরো শক্তিশালী সংগঠন গড়ে তোলা। এই পরিসরে বলা প্রয়োজন ২৫০০০ সদস্যপদ সংগ্রহের যাত্রাপথে আমরা শুধু যে চড়াই উৎরাই পার করেছি তাই নয়, ১২টি জেলা ১০০০-এর বেশী সদস্যপদ সংগ্রহ করতে পেরেছে। জেলাগুলি হল নদীয়া, পশ্চিম বর্ধমান, পূর্ব বর্ধমান, দার্জিলিং, হুগলি, হাওড়া, কলকাতা, মালদা, মুর্শিদাবাদ, উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিম মেদিনীপুর এবং বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা, যারা ২০২৫ সালে ১০০০ সদস্যের জেলায় পরিণত হয়েছেন বাকিদের সাথে। বীরভূম জেলা ৫০০-এর অধিক সদস্যপদ সংগ্রহ করে নতুন মাইলফলক স্থাপন করেছে। আমরা নিশ্চিত আগামী দিনে আরো নতুন জেলাকে এই তালিকায় সংযোজিত করতে পারবো। মহিলা, অন্যান্য শিল্প এবং নতুন সদস্যপদ সংগ্রহে আমরা ২০২৫ সালে যথেষ্ট মুন্সিয়ানার ছাপ রাখতে সক্ষম হয়েছি।

জাল ওষুধের কারণে মানুষের জীবন আজ বিপন্ন

সম্প্রতি রাজস্থানে ৩ শিশু এবং মধ্যপ্রদেশে ২০ শিশুর মৃত্যু হয়েছে DEG (Di-Ethyl Glycol) দূষিত কফ সিরাপ সেবনের কারণে। এই সব কফ সিরাপগুলি ছিল Kaysons Pharma-র তৈরি পণ্য— যে কোম্পানি অনেক আগেই গ্ল্যাকলিস্টেড ছিল। জম্মু-কাশ্মীর,



উত্তরপ্রদেশ, হরিয়ানা ও পশ্চিমবঙ্গে অতীতে একই ধরনের ঘটনা ঘটার পরেও কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রক সংস্থা CDSCO কোনো কাঠামোগত সংশোধনী পদক্ষেপ নেয়নি। এসব ঘটনা দেশের ওষুধের মাননিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ভেঙে পড়ার প্রমাণ। এই সব মর্মান্তিক ঘটনা প্রস্তুত প্রক্রিয়ার তদারকি, লাইসেন্সিং নিয়ন্ত্রণ, ব্যাচ-টেস্টিং ও বাজার-পরবর্তী নজরদারির চরম ব্যর্থতার প্রতিচ্ছবি। আমাদের রাজ্যে গত বছর মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজে ভেজাল রিঙ্গার ল্যাকটেট এর কারণে দুই প্রসূতির মৃত্যুতেও সরকারের তরফ থেকে দোষী প্রস্তুতকারক সংস্থার বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয় নি। এই সমস্ত কারণে আমাদের সর্বভারতীয় সংগঠন এফএমআরএআই এর ডাকে আমাদের রাজ্যে ডব্লিউএমএসআরইউ ওষুধ বিষয়ক সাব কমিটির উদ্যোগে গত ১০ই ডিসেম্বর নিজাম প্যালেসে CDSCO ইন্টার্ন জোন অফিসের সামনে বিক্ষোভ সমাবেশে সরকারি কার্যকলাপের তীব্র সমালোচনা করে বক্তব্য রাখেন সি আই টি ইউ, এফএমআরএআই, ডব্লিউএমএসআরইউ এর রাজ্য এবং জেলা নেতৃত্ব। কৌশিক ব্যানার্জীর নেতৃত্বে দুই সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল CDSCO র ডেপুটি ড্রাগ কন্ট্রোলারকে সাক্ষাৎ করে অবিলম্বে জাল ওষুধ প্রস্তুতকারক, সরবরাহকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ফৌজদারি ব্যবস্থা নেওয়ার দাবী জানান। এছাড়াও GMP লঙ্ঘনকারী সব উৎপাদন ইউনিটের লাইসেন্স স্থায়ীভাবে বাতিল করা, বিশেষত যেগুলি গ্ল্যাকলিস্টেড হওয়ার পরেও কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে সেগুলি বন্ধ করার ব্যাপারে CDSCO কে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবী জানানো হয়। একটি স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। এই বিক্ষোভ সভায় সদস্যদের উপস্থিতি ছিলো চোখে পড়ার মতো।

ফাইজারের লড়াই

কোভিড পরবর্তী সময়ে ফিল্ড কর্মীদের ওপর আক্রমণের মাত্রা মারাত্মক ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এই আক্রমণের ক্ষেত্রে বহুজাতিক কোম্পানিগুলিও পিছিয়ে নেই। ২০২২ সালে “গো টু মার্কেট” নামের এক মার্কেটিং পদ্ধতিকে সামনে রেখে ও রিডানডেন্সি শব্দের ব্যবহার করে ফাইজার কোম্পানি প্রায় ২০০ জন সেলস প্রমোশন কর্মীকে ছাঁটাই করে। আজও মুম্বাই শ্রম আদালতে এই বিষয়টি বিচারধীন। এই একই পদ্ধতিকে সামনে রেখে ১৯শে ডিসেম্বর ২০২৫-এ ফাইজার কোম্পানি তাদের এসেনশিয়া ডিভিশনের প্রায় ২৭০ জন ফিল্ডকর্মীকে, চারটি প্রোডাক্ট সহ সিপলা কোম্পানিতে স্থানান্তরিত করেছে। এই স্থানান্তরকরণের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য যে, ফাইজার কোম্পানি প্রথমে তাদেরকে ছাঁটাই করে এবং তারপরে সিপলা কোম্পানি তাদের নতুন করে অ্যাপোয়েন্টমেন্ট লেটার দেয়। এই বেআইনি হস্তান্তরের বিরুদ্ধে এফএমআরএআই-র পক্ষ থেকে একটি প্রতিবাদ পত্র কোম্পানির কাছে পাঠানো হয়েছে। এছাড়াও আগামী ১২ থেকে ১৫ জানুয়ারির মধ্যে সারা ভারতবর্ষের যে সমস্ত জায়গায় কোম্পানির অফিস আছে তার সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শনের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়াও আগামী ৬ই ফেব্রুয়ারি, মুম্বাইতে কোম্পানির হেড অফিসের সামনে কোম্পানীতে কর্মরত ফিল্ডকর্মীদের বিক্ষোভ কর্মসূচির পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।



নিজাম প্যালেসে বৃহত্তম সমাবেশ

২১শে নভেম্বর ২০২৫ এই দিনটি ভারতবর্ষের শ্রমিক শ্রেণীর কাছে একটি ‘কালাদিন’ হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। কারণ এই দিনে স্বাধোষিত জনদরদী নরেন্দ্র মোদির সরকার দেশের শ্রমিকদের জন্য নতুন শ্রম কোড কোনরকম বিধি ছাড়াই লাগু করেছেন। ২০১৪ সালে মোদি সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই প্রচলিত শ্রম আইনগুলিকে বিলুপ্ত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। এর ফলস্বরূপ ২০১৯ ও ২০২০ সালে তারা ২৯ টি শ্রম আইনকে চারটি শ্রম কোডে পরিণত করেছেন। আমাদের সর্বভারতীয় সংগঠন এফএমআরএআই সহ কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন ও শিল্প ভিত্তিক ফেডারেশনগুলির লাগাতার দেশব্যাপী আন্দোলনের ফলে তারা এই কোডকে লাগু করতে পারছিলেন না। বিগত একুশে নভেম্বর তারা এই কোড লাগু করার চেষ্টা করা মাত্রই আবার সারা দেশ জুড়ে শ্রমিকশ্রেণী প্রতিবাদে সোচ্চার হয়। এফএমআরএআইয়ের নেতৃত্বে সেলস প্রমোশন এমপ্লয়ীরা রাস্তায় নেমে আন্দোলন শুরু করেন। ফেডারেশনের নির্দেশে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া প্রদর্শণে আমাদের রাজ্য সংগঠনের উদ্যোগে মাত্র ৪৮ ঘণ্টার প্রস্তুতিতে ২৪শে নভেম্বর, ২০২৫ কলকাতায় অবস্থিত কেন্দ্রীয় শ্রম দপ্তর ‘নিজাম প্যালেসে’ বিক্ষোভ কর্মসূচি পালিত হয়। কলকাতা সহ পাশ্চবর্তী ৫টি জেলার হাজারের বেশী সদস্য প্রতিবাদে সামিল হন। এই বিক্ষোভ সমাবেশে শ্রম কোড বাতিল করে শিল্পভিত্তিক শ্রম আইন ‘সেলস প্রমোশন এমপ্লয়ীজ (কন্ডিশনস্ অফ সার্ভিস) আইন, ১৯৭৬’ ফিরিয়ে দেওয়ার পক্ষে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ, এফএমআরএআই এর একাধিক কর্মসমিতির সদস্যসহ সাধারণ সম্পাদক পার্থ রক্ষিত, সিআইটিইউ-এর সর্বভারতীয় সভাপতি সুদীপ দত্ত। নেতৃত্বের পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় শ্রম আধিকারিকের হাতে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। আকাশ বাতাস মুখরিত হয় সদস্যদের শ্রম কোড বিরোধী স্লোগানে, হাতে হাতে জ্বলে ওঠে প্রস্তাবিত শ্রম কোডের প্রতিলিপি। সমস্ত জেলায় বিপণনকর্মীরা শ্রমকোড বাতিল করা ও এসপিই আইনকে রক্ষা করার দাবিতে ‘কালো ব্যাজ’ পরিধান করে কাজে যোগ দেন। নিজাম প্যালেসে উপস্থিত জেলাগুলি বাদে আমাদের রাজ্যের প্রতিটি জেলা কমিটি নিজ নিজ জেলা শাসকের নিকট অনুরূপ স্মারকলিপি প্রদান করে প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছেন স্বতস্ফূর্ত ভাবে। ২৬ শে নভেম্বর, ২০২৫ কলকাতার রাণী রাসমণি অ্যাভিনিউতে শ্রমিক, কৃষক ও কৃষি শ্রমিকদের যৌথ মঞ্চের ডাকে আমাদের সংগঠনের ব্যাপক সংখ্যক সদস্যরা বিক্ষোভ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেণ কেন্দ্রীয় সরকার ঘোষিত নয়া প্রযোজ্য শ্রম কোড তথা শ্রমিক বিরোধী নীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হন।

অন্যান্য শিল্পের ফিল্ডকর্মীদের রাজ্য কনভেনশন

ডব্লুবিএমএসআরইউ এর অন্যান্য শিল্পের রাজ্য কোর কমিটির উদ্যোগে অন্যান্য শিল্পের ফিল্ডকর্মীদের নিয়ে ভার্যুয়াল কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয় গত ১৪ই ডিসেম্বর। এই কনভেনশনে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের রাজ্য সভাপতি শুভ্রাংশু ভট্টাচার্য। তিনি সভার শুরুতে উপস্থিত সদস্যদের অভিনন্দন জানিয়ে রাজ্য কমিটির উদ্যোগে এই কনভেনশনের গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিত করেন। সভার শুরুতে অন্যান্য শিল্পের রাজ্য সাবকমিটির আহ্বায়ক পার্থ ব্যানার্জী ফিল্ডকর্মীদের বিভিন্ন কোম্পানিগত আন্দোলন ও অধিকার রক্ষার দাবিগুলির স্বপক্ষে আন্দোলন সংক্রান্ত রূপরেখা নিয়ে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন।

কনভেনশনে রাজ্যের ২০টি জেলার মধ্যে ১৮টি জেলা থেকে ২২০ জনের বেশী সদস্য অংশগ্রহণ করেন। অন্যান্য শিল্পের ফিল্ডকর্মীদের বিভিন্ন সমস্যা ও সংগঠনের আগামীদিনের দায়িত্ব নিয়ে আলোচনা করেন উপস্থিত বিভিন্ন জেলার সদস্যরা। ফিল্ডকর্মীদের উপর কর্তৃপক্ষের নির্যাতন, অমানবিক কাজের নিত্য নতুন বোঝা, বিক্রয়ের পরিমাণ কাজের অন্যতম শর্ত হিসাবে যুক্ত করার বিষয় কনভেনশনে আলোচিত হয়। আগামীদিনে সংগঠনের উদ্যোগে শারীরিক উপস্থিতির মাধ্যমে এই কনভেনশন অনুষ্ঠিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য গুরুত্ব দেন আলোচনাকারীরা কয়েকজন।

আলোচিত বিষয়ের উপর সংগঠনের আগামীদিনের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ সংক্রান্ত বিভিন্ন আন্দোলন-কর্মসূচি গ্রহণ ও অন্যান্য শিল্পের ফিল্ডকর্মীদের আগামীর কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্পর্কে সদস্যদের অবহিত করেন রূপম চ্যাটার্জী। পরিশেষে আহ্বায়কের দ্বারা উপস্থাপিত প্রস্তাব কনভেনশনে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

রাজ্য মহিলা কনভেনশন



২০২৫ সালে জুলাই ও আগস্ট মাসে রাজ্য মহিলা সাবকমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১০টি জেলায় মহিলা কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। এর পরবর্তী কর্মসূচি হিসাবে ডিসেম্বর মাসে রাজ্যের তিনটি জেলায় রাজ্য মহিলা কনভেনশনের আহ্বান জানানো হয়। ১৩ই ডিসেম্বর ২০২৫, কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গের ১২টি জেলাকে নিয়ে রাজ্য কেন্দ্রে মহিলা কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। ওই

দিন বিভিন্ন জেলা থেকে ৬০ জন মহিলা সদস্য কনভেনশনে অংশগ্রহণ করেন। অনুরূপভাবে ২০শে ডিসেম্বর ২০২৫ উত্তরবঙ্গের ৩টি জেলাকে নিয়ে শিলিগুড়ি রেস্টহাউসে এবং ২১ শে ডিসেম্বর ২০২৫ বাকী দুটি জেলাকে নিয়ে মালদা রেস্টহাউসে মহিলা কনভেনশনের কর্মসূচি পালন করা হয়। দুদিনের কনভেনশনে যথাক্রমে ১০জন ও ১৬জন মহিলা সদস্য অংশগ্রহণ করেন। প্রতিটি কনভেনশনেই রাজ্য মহিলা সাবকমিটির নেতৃত্ব উপস্থিত ছিলেন ও সাবকমিটির পক্ষ থেকে নোট পেশ করা হয়। এছাড়াও বিভিন্ন রাজ্য ও জেলা নেতৃবৃন্দের উপস্থিতি এই কনভেনশন গুলিকে আরও সমৃদ্ধ করে। কনভেনশনে মহিলা সদস্যদের জন্য এফ এম আর এ আই এর নির্ধারিত ৫দফা দাবিকে প্রচারের আলায়ে আনার জন্য আহ্বান জানানো হয়। বর্তমানে কর্মক্ষেত্রে মহিলা সদস্যদের ওপর আসা প্রতিটি অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলার শপথ গ্রহণ করা হয়।

কলকাতা থেকে জেলায় জেলায় বিক্ষোভ কর্মসূচী

১৫ই ডিসেম্বর থেকে ১৭ই ডিসেম্বর, ২০২৫ রাজ্যের রাজধানী কলকাতায় পরপর তিন দিন নিজাম প্যালেস বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। ১৫, ১৬ ও ১৭ তারিখে কলকাতায় অনুষ্ঠিত কর্মসূচীর তাৎপর্য ছিল ভিন্ন। আমাদের সংগঠনের আন্দোলনের ইতিহাসে সর্বপ্রথম লাগাতার তিন দিন কেন্দ্রীয় শ্রম দপ্তর কলকাতার নিজাম প্যালেসে আমরা ধর্না, বিক্ষোভ সমাবেশ পালন করেছি। প্রথম দিন এই সমাবেশে যোগদানের দায়িত্ব ছিল কলকাতা, হাওড়া, দঃ ২৪ পরগনা, দ্বিতীয় দিন ছিল উত্তর ২৪ পরগনা ও হুগলি জেলার এবং তৃতীয় দিন ছিলো কলকাতা সহ পাশ্চবর্তী জেলার সদস্যদের। মেডিক্যাল এবং সেলস্ রিপ্রেজেন্টেটিভদের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ আছড়ে পরে সমাবেশ স্থলে। তিন দিন সমাবেশ স্থলে পর্যায়ক্রমে এফএমআরএআই, ডব্লুবিএমএসআরইউও সিআইটিইউ নেতৃত্বের উপস্থিতি থাকেন এবং জনবিরোধী কেন্দ্রীয় সরকারের ভূমিকার তীব্র সমালোচনা ও বৃহত্তর এবং লাগাতার আন্দোলনের হুঁশিয়ারী দেন। শেষদিন তিনজনের প্রতিনিধির দল কেন্দ্রীয় শ্রম দপ্তরের আধিকারিক-এর সাথে দেখা করে নতুন লাগু হওয়া শ্রম কোড বাতিলের দাবি জানান এবং অনাদায়ে আগামী দিনে বৃহত্তর লড়াই-এর প্রস্তাবনা করেন। ঐ তিন দিন আমাদের রাজ্যের কলকাতা ব্যতীত আরো তিনটি স্থানে জেলা শাসকের দপ্তরে, কেন্দ্রীয় সরকারের শ্রমিক বিরোধী শ্রম কোড বাতিল, এসপিই-দের জন্য বিধিবদ্ধ কাজের নিয়মাবলী প্রণয়ন ও এসপিই-আইন বহাল রাখার দাবিতে ডিএম এর কাছে ধর্না, বিক্ষোভ ও স্মারকলিপি প্রদান কর্মসূচি গ্রহণ করে ডব্লুবিএমএসআরইউ। ১৫ই ডিসেম্বর পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার মেদিনীপুর শহরে দুই মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া জেলার সদস্যদের অংশগ্রহণে কর্মসূচী পালিত হয়। বিক্ষোভ সভায় সভাপতিত্ব করেন রাজ্য কমিটির সদস্য শ্যামলেশ পান। ১৬ই ডিসেম্বর ২০২৫ উত্তরবঙ্গের ৬ টি জেলা থেকে প্রায় ৩০০ এর অধিক সেলস প্রমোশন কর্মী জলপাইগুড়ির সমাজপাড়া মোড়ে জমায়েত ও ধরনায় অংশগ্রহণ করেন। এই ধর্নায় জলপাইগুড়ি সহ উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলার নেতৃত্ব বক্তব্য রাখেন। সভার কাজ পরিচালনা করেন অর্পূব বিশ্ব। ১৭ই ডিসেম্বর ২০২৫ কেন্দ্রীয় সরকারের কাল শ্রম কোড বাতিল ও সেলস প্রমোশন এমপ্লয়ীজ আইন ১৯৭৬ কে ফিরিয়ে দেওয়ার দাবিতে ওয়েস্ট বেঙ্গল মেডিক্যাল এন্ড রিপ্রেজেন্টেটিভস ইউনিয়ন-এর ডাকে বর্ধমান কার্জন গেটে ঐতিহাসিক প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সমাবেশে পশ্চিম বর্ধমান, পূর্ব বর্ধমান, বীরভূম, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ থেকে প্রায় পাঁচ শতাধিক সদস্য যোগদান করেন। সমাবেশ পরিচালনা করেন রাজ্য সহ সভাপতি সুজিত মিশ্র। আগামীদিনে এই দাবীতে রাস্তায় আন্দোলন সংগঠিত করার ডাক দেওয়া হয়।

